# ৩০ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদন

সংগৃহীত ছবি

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কলেজ এবং মাদ্রাসায় একাদশ শ্রেণিতে (এইচএসসি প্রথম বর্ষ) ভর্তি কার্যক্রমের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ। ২৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত নতুন নীতিমালা অনুযায়ী তিন ধাপে অনলাইন ভিত্তিক ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

ভর্তির আবেদন শুরু ৩০ জুলাই থেকে

ভর্তির জন্য অনলাইন আবেদন গ্রহণ শুরু হবে ৩০ জুলাই ২০২৫ থেকে এবং চলবে ১১ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত। তিনটি ধাপে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং প্রতিটি ধাপে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী মেধা তালিকা প্রকাশ ও নিশ্চয়তা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

LENS ASIA

ভর্তির ধাপ ও সময়সূচি

প্রথম ধাপ: আবেদন: ৩০ জুলাই–১১ আগস্ট

যাচাই-বাছাই: ১২ আগস্ট

ফল পুনঃনিরীক্ষণ: ১৩–১৪ আগস্ট

পছন্দক্রম পরিবর্তন: ১৫ আগস্ট, মেধা তালিকা প্রকাশ: ২০ আগস্ট (রাত ৮টায়).নিশ্চয়তা: ২১–২২ আগস্ট

দ্বিতীয় ধাপ: আবেদন: ২৩–২৫ আগস্ট

ফলাফল প্রকাশ ও প্রথম মাইগ্রেশন: ২৮ আগস্ট

নিশ্চয়তা: ২৯–৩০ আগস্ট

তৃতীয় ধাপ: আবেদন: ৩১ আগস্ট–১ সেপ্টেম্বর

ফলাফল প্রকাশ: ৩ সেপ্টেম্বর (রাত ৮টায়), নিশ্চয়তা: ৪ সেপ্টেম্বর

দ্বিতীয় মাইগ্রেশন ফল প্রকাশ: ৫ সেপ্টেম্বর

চূড়ান্ত ভর্তি: অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম চলবে ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।ক্লাস শুরু: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হবে।

ভর্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলী :২০২৫ সালের এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে।২০২৩ ও ২০২৪ সালের পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করার সুযোগ পাবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান, মানবিক এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে আবেদন করতে পারবে। তবে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিভাগে আবেদন করতে পারবে না।

কোটাভিত্তিক আসন বন্টন

সরকারি ও বেসরকারি কলেজে মোট আসনের ৯৩ শতাংশ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

অবশিষ্ট ৭ শতাংশ আসন কোটা ভিত্তিক সংরক্ষিত, যার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৫ শতাংশ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তানদের জন্য ১ শতাংশ এবং শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তানদের জন্য ১ শতাংশ বরাদ্দ থাকবে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংরক্ষিত আসন পূরণ না হলে তা মেধাক্রম অনুযায়ী পূরণ করা হবে।

মেধাক্রম নির্ধারণের পদ্ধতি

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের মেধাক্রম নির্ধারণে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার জিপিএ বিবেচনা করা হবে। জিপিএ সমান হলে এসএসসি পরীক্ষার মোট প্রাপ্ত নম্বর, এরপর গণিত এবং ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে।

বিশেষ নির্দেশনা

অনুমোদনহীন কলেজে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বা এমপিও বাতিল করা হবে।

কোনো শিক্ষার্থী বোর্ডের অনুমতি ছাড়া ছাড়পত্র (TC) গ্রহণ বা প্রদান করতে পারবে না।

ছাড়পত্র প্রদান বা গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডে আপলোড করতে হবে।

ভর্তি প্রক্রিয়ার ওয়েবসাইট

সমস্ত ভর্তি কার্যক্রম পরিচালিত হবে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে:

➡ xiclassadmission.gov.bd
এখান থেকেই আবেদন, ফলাফল, মাইগ্রেশন ও নিশ্চয়তা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে।

LENS ASIA